ইত্তেফাক

463

181 তারিখ ৩১।২।৮৩
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি আহ্বান

জনগণের সপক্ষে সাহসী ও স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করুন

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (মঙ্গলবার) বিকালে বাংলা একাডেমী মিলনায়তনে 'আলমাহমুদের কবিতা' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তাগণ কবি আলমাহমুদকে ভাষা, শব্দ, ছন্দ, আবেগ ও যুক্তির যথাযথ ও বলিষ্ঠ প্রয়োগের মাধ্যমে সততা ও নিষ্ঠার সাহত মানুষের জীবন সঙ্কটের ছবি তুলিয়া ধরা এবং মানবতার জয়গান গাওয়ার জন্য তাঁহাকে সমকালীন বাংলা সাহিত্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া অথ্যায়িত করেন।

আধুনিক প্রকাশনী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কবি, সমালোচক প্রবন্ধকার, শিক্ষাবিদ প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে দৈনিক ইত্তেফাক-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন প্রধান অতিথি ছিলেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রফেসর ডঃ সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কবি ফজল শাহাবুদ্দিন, কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, কবি আসাদ চৌধুরী ও জনাব কবী আল মু[illegible]হিদী কবি আল-মাহমুদও [illegible] করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন দেশের কবি সাহিত্যিকদের প্রতি দেশের ভালমন্দের ব্যাপারে সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্নে অকপটে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করা ও সাহস এবং শক্তি লইয়া জনগণের সপক্ষে কথা বলার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, তিনি সবসময় কবি-সাহিত্যিকদের কাছে একটা প্রতিবাদী ভূমিকার প্রত্যাশী। তৃতীয় বিশ্বের পশ্চাদপদ দেশগুলির রাজনৈতিক অন্যায়, অবিচার, অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা এবং স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার সংগ্রামে কবি-সাহিত্যিকদের একটা ইতিবাচক ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। জনচেতনাকে সৃজনশীল পথে পরিচালিত করার ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতাদের চাইতে কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের ভূমিকা কোন অংশেই কম নহে।

ইত্তেফাক-এর সহিত কবি আল মাহমুদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, কবি হিসাবে তিনি অগ্রসরমান চেতনার আলোকেই গ্রামবাংলার জনজীবনের ভাঙ্গাগড়াকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন। জনাব মইনুল হোসেন আরও বলেন যে, অসত্য, অসুন্দর, সামাজিক কলুষ কালিমা যেখানে প্রতিমুহূর্তে মানুষের সৌন্দর্যানুভূতিকে ভোতা করিয়া দিতেছে, দারিদ্র্যের কষাঘাতে যেখানে প্রেম ভালবাসার অপমৃত্যু ঘটিতেছে সেখানে সংবেদনশীল কবিমন নির্ভাবনায় প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যকে উপভোগ করিতে পারে না। আর পারে না বলিয়াই কবি বাধ্য হন ইহার প্রতিকার চিন্তায় এবং প্রতিবাদী ভূমিকা নিতে। তাই কবি আল মাহমুদকেও দেখা যায় মানুষের সমস্যায় ব্যাপকভাবে আলোড়িত হইতে।

সভাপতির ভাষণে প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান বলেন যে, কবিতার অঙ্গসজ্জায় ভাষা, শব্দ, ছন্দ, আবেগ ও যুক্তির সম্মিলিত সুষ্ঠু ব্যবহার এবং ইহার যে নিজস্ব দীপ্তি ইহাই কবি আল মাহমুদকে এই সময়কার বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবি হিসাবে প্রমাণ করিয়াছে। তিনি বলেন যে, কবি হিসাবে নিজের কবিতাকে বাঁচাইয়া রাখার স্বার্থেই সমকালীন কবিদেরকে সৃষ্টিশীলতায় উদ্বুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করার মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রত্যেক কবিরই যাহা অবশ্য করণীয় তাহা হইল কবিতাকে সামনের দিকে আগাইয়া লইয়া যাওয়া, তাহা না হইলে নিজের কবিতাই বাঁচিয়া থাকিবে না।

প্রফেসর সুনীল কুমার মুখোপধ্যায় বলেন যে, কবি আল মাহমুদের কবিতায় তীব্র ও গভীরভাবে বিশ্বমানবের দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা, বঞ্চনার যে হৃদয়বান উপলব্ধি যেথাবে প্রাণ পাইয়াছে তাহা তাঁহার কাব্য সাধনাকে বাঁচাইয়া রাখিবে।

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন যে, কবি আল মাহমুদ সততা ও নিষ্ঠার সহিত মানুষের কথা সাধারণ মানুষের দুঃখ-বঞ্চনার গ্লানির কথা কবিতায় রূপ দিয়াছেন। এই কাব্যচর্চা ইহার উপযুক্ত ফল্য পাইবেই।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, রচনার আঙ্গিক বিষয় বৈচিত্রের বৈশিষ্ট্য কবি আলমাহমুদের কবিতাকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করিয়াছে।

কবি ফজল শাহাবুদ্দিন বলেন যে, দীর্ঘ ২৬বছর ধরিয়া কবি আল মাহমুদ নানা অসুবিধা প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কাব্যচর্চা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রতি অনুরোধ থাকা উচিত—একজন কবির মুল কাজ কাব্যচর্চা, তিনি যেন বিস্মৃত না হন।

কবি আসাদ চৌধুরী বলেন যে, কবি আল মাহমুদ যে যথার্থ একজন প্রধান কবি একথা দেশ কালপাত্রের উর্ধে উঠিয়া প্রমাণ করিতে পারেন—ইহাই কাম্য হওয়া উচিত।

জনাব আল মুজাহিদী বলেন যে, তাঁহার কাব্যসাধনায় বিশ্বাসবোধের যে চেতনা পরিস্ফুট তাহা উপলব্ধি করার মাধ্যমেই তাঁহার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব।